সন্ধ্যারাগ

শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু

গতকাল পড়ন্ত বিকেলবেলা বাড়ীর সামনের মহানিম গাছগুলোর পাতারা মায়াবী আকাশ-আলোয় ঝলমলে হাসছিল। খুশির হাসি নয়। বৃষ্টি পড়ছে এখন।

মেঘেরা দলবেঁধে ষড়যন্ত্র রচনা করছে কতদিন থেকে। যখন তখন ভিজিয়ে দিচ্ছে মানুষজন, ঘর-গৃহস্থালী, বন-বনানী। মহানিম গাছগুলো খুব খুশি। কিন্তু কাল বিকেলের আকাশ-আলোয় যে বিভা ছড়িয়ে ছিল সে শুধু খুশির নয়। ম্লান, মায়াবী আলোয় একটু বিষাদের ছোঁয়া ছিল। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছে। ওরা, মানে মহানিম গাছগুলো আসলে আমাকে কিছু বলেনি। তুমিও ওদের কাল বিকেলে দেখ নি। বস্তুতঃ মহানিম গাছ কেমন দেখতে, সেই গাছে বর্ষার বিকেলের মেদুর আলো ছড়ালে কেমন দেখায় তা হয়তো তুমি জানোই না। আমি মনে মনে তোমাকে ডেকে দেখালাম। তুমি কিছু না বলে শুধু আমার সঙ্গে এই অপরূপ মায়াবী আলোর খেলা দেখলে। তোমার ঠিক কি মনে হচ্ছিল তখন আমার জানা হয়নি। মনের মধ্যে যে তুমি আছ সে আমার চোখ দিয়ে দেখে। সার্বভৌম যে তুমি সে দেখে নিজের চোখ দিয়ে। কোন দেখাটা সত্যি আর কোনটা যে মায়া আমি তা জানি না। সবাই বলে আমার চোখ দিয়ে চেয়ে দেখোতো। তাহলে ঠিকঠিক দেখা হবে।

অন্ধতী রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। আজ বিকেলে। না, তাকে আমি চিনি না। তবুও কথা হচ্ছিলো। সুদূর কেরালার সমুদ্রতটে বসে- আরব সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি ইউরোনোমের কাহিনী কেন লিখলে না। সে বলল- আমি গ্রীকদের সম্পর্কে প্রায় কিছু জানি না, কেমন করে লিখব? এ একটা কথা হল কি? তুমিই বল- একি একটা কথার মত কথা হল? কথকতা যে করতে পারে , গল্প শোনাতে পারে সে কেন ইউরোনামের কাহিনী নতুন করে বলতে পারবে না? মানুষের বাঁচার জন্য স্বপ্ন চাই । ভেলুসার কাহিনী তো স্বপ্ন নয় বাস্তব। আমাদের বাস্তব এত বেশী যে অপরের দুঃখবেদনার কাহিনী শুনে শুধু কষ্টই বাড়বে। অন্ধতীর কথাই ধরনা কেন। ও একটা বই লিখছে। খুব হৈ-চৈ হচ্ছে। যেমন হয়েছিল রাশদিকে নিয়ে। দুজনে দুটো বই লিখলো। বই নিয়ে নয়, আলোচনা হচ্ছে মানুষ দুটোকে নিয়ে । অন্ধতী কি চমৎকার দেখতে, তার যৌন আবেদন কতখানি, ক'বার বিয়ে করেছে, কত টাকার ব্যাঙ্কব্যালেন্স হ'ল এইসব নিয়ে। দি গড অফ স্মল থিংগস্ নিয়ে নয়, এই হ'ল তার বই-এর নাম, আলোচনা বিতর্ক হচ্ছে 'পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্স অফ অন্ধতী রায়' নিয়ে। এক একটা মানুষই তো এক একটা স্বতন্ত্র দ্বীপ। রেখেবেছে অন্ধতী রায় কেন? ও রকম জীবনতো আশেপাশে অনেক আছে।

আমাদের চেনা সেই মানুষটার কথাই ধর না কেন। তার বাড়ির কাছাকাছি সমুদ্র নেই, গভীর জঙ্গলও নেই। পরিবেশটা আকর্ষণীয় নয়। তবুও এক একদিন বিকেল বেলায় ছাদে একলা পদচারণা করার সময় সে আকাশে অপার্থিব আলো ও মেঘের খেলা দেখেছে। ছোটবেলায় তার দিদিমা তাকে চাঁদ সদাগরের কাহিনী, বেহুলার ভেলা দেখতে পায় পশ্চিম আকাশের কিনারা ঘেঁষে ভেসে যেতে । কতকিছু তার মনে হয়। পশ্চিম আকাশে সার বেঁধে বকেরা উড়ে যায় দূরের ঘনায়মান অন্ধকারে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় সপ্তডিঙ্গা বেয়ে চাঁদসদাগর চলেছে - অকুল সমুদ্রে। সূর্য যখন প্রায় ডুবুডুবু তখন কি যে সব রঙের খেলা হয় আকাশ জুড়ে সে ভেবে পায় না। একদিন এমনই রঙের খেলা দেখতে যখন সে বিভোর তখন তার ছেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে খবর দিল যে তার মা বাথম থেকে বেচ্ছেনা। প্রথমটায় সে কিছুই শুনতে পেল না যেন। বলল, 'খোকা দেখ- ঐ দূরে আকাশ গঙ্গায় বেহুলার ভেলা ভেসে চলেছে।'। ছেলে চীৎকার করে বলল উঠল, 'মা বাথম থেকে বেরোচ্ছে না কেন? অনেকক্ষণ ঢুকেছে।' ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। বেহুলার ভেলা বা চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙ্গা আকাশ-গাঙে আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের পদধবনির সাথে সাথে শিরশিরে হাওয়া এসে মানুষটাকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেল যেন। সুমিতা এতক্ষণ ধরে বাথমে করছেটা কি? মনের মধ্যে একবার প্রাচীন কালের দিদিমা উঁকি দিয়ে গেল। মানুষটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, মনে মনে "দিদিমা, আমি অন্ধকারের মধ্যে নামছি দেখ। দেখ- আমার একটুও ভয় করছে না। আমার ছোটবেলার গা-ছমছম ভয় আর নেই। এই দেখ কেমন তরতর করে নামছি আমি।'

না, সুমিতাকে বাঁচানো যায় নি। শাড়ীর আঁচলের ফাঁসটা বেশ মজবুত ছিল। তারপরের কাহিনী বড় গদ্যময়। বেহুলার ভেলা বা সপ্তডিঙ্গা মধুকরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তারপরেও মানুষটা অনেকবার আকাশে উঠেছে-কিন্তু বেহুলার ভেলা নিদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকে দেখা দেয় নি। যে দুটো চোখ দিয়ে সে এসব দেখতে পেত, সুমিতা তাচিরদিনের জন্য নিয়ে গেছে। অন্ধতীকে এ গল্প আমি বললাম। সে শুধু আরব সাগরের দিকে উদাস তাকিয়ে মন্তব্য করল "হাউ ভেরী ইন্টারেস্টিং'। অন্ধতীর ভেলুসা, এসথাদের কাহিনী পড়েও সবাই ঐ একই কথা বলছে 'হাউ ভেরী ইন্টারেস্টিং', অথচ 'ইন্টারেস্টিং' হবার মত কি আছে বলতো? অন্ধতীর রাহেল নামক মেয়েটি অথবা অন্ধতী নিজে এক বিমূঢ় চেতনার আলো অন্ধকারের পথ ধরে হেঁটে যায়। সেই আমাদের চেনা মানুষটাও সেদিন সুমিতার জন্য ব্যাকুল হয়ে অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে এক বিমূঢ় চেতনার আলো অন্ধকারের পথ ধরে হেঁটে যায়। সেই আমাদের চেনা মানুষটাও সেদিন সুমিতার জন্য ব্যাকুল হয়ে অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে এক বিমূঢ় চেতনার মধ্য দিয়ে হেঁটে নামছিল। তার পাশে প্রায় অবলম্বনের মত তার খোকা ছিল-ইচ্ছে করলে সেই খোকাকে -যে খোকা তার এবং সুমিতার স্বপ্ন, ইচ্ছে, শীৎকার ও পরিশ্রম দিয়ে সৃষ্ট সেই আদরের খোকাকে জড়িয়ে ধরতে পারত। মানুষটা খোকাকে জড়ায় নি। সে তখন বড় অসহায়বোধ করছিল-তাই সে হঠাৎ খুব ছোট হয়ে গিয়েছিল-তার খোকার থেকেও ছোট, সে তার প্রাচীনা দিদিমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। সুমিতা তবুও বাঁচে নি। অন্ধতীর আম্মুও বাঁচেনি। অথচ ভেলুসার সাথে সে বাঁচতে চেয়েছিলো। এমন এক ধরনের বাঁচার মত বাঁচা যে বাঁচার স্বরূপকে শরীরের অনুভূতি দিয়ে উত্তেজনা

দিয়ে, সুখ ও যন্ত্রনা দিয়ে বোঝা যায়। আম্মু তা বুঝতে চেয়েছিলো - এই রকম জীবন্ত বাঁচাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল।

বেহুলা একটা শব দেহ-যা ক্রমেই পচে গলে বীভৎস , কুৎসিত হয়ে পড়েছিল, সেই শব দেহ -যাতে কিনা একসময় প্রাণ ছিল - যে শরীর ঘিরে তার অনেক সুখ ও আনন্দের ব্যথা ও যন্ত্রণার আকাঙ্খা ছিল- সেই শব দেহ নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসেছিল, তার অভিপ্রায় খুব স্পষ্ট ছিল। দৈব অথবা মানুষিক কার্যকারণ যাইহোক না কেন সেই ত্তি তার আনন্দবেদনাকে কেড়ে নিয়েছিল। রাহেল, এসথা বা তাদের মা আম্মু, এমনকি অন্ধতী নিজেও - কখনও কখনও বাঁচার আস্বাদ পায়। বেহুলাও তাই চেয়েছিল। সময়টা বিংশ শতাব্দীর হলেতাকে ভেলায় ভাসতে হত না। বেহুলা অধিকার - তার নিজস্ব সুখের অধিকার এবং বেদনা পাবার অধিকার আদায় করতে ইন্দ্রের সভায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। তারপরের ইচ্ছাপূরণের গল্প আমি তুমি জানি।

আজ রোদ ঝলমলে আকাশ। বৃষ্টি বোধহয় হবে না। তুমি কি এই রোদ দেখছ এখন? কি করছ তুমি? মহানিমগাছগুলোর দিকে আজ চেয়ে দেখার ফুরসৎ হয় নি। ঐ মায়াবী আলোর স্মৃতি এক্ষুণি নষ্ট হয়ে যাক তা আমি চাইছি না। আমার নাকে একটা খুব চেনা গন্ধ ভেসে আসছে। খুব চেনাচেনা গন্ধ এখন আরবসাগরের নোনা জলের গন্ধআর পাচ্ছি না। মাটির গন্ধপাচ্ছি। অম্বুবাচীর মাটির গন্ধ। আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে পৃথিবীর উপর। মাটির উপর। এই ইচ্ছেটা আমাকে ছেড়ে যায় না। আশৈশব যখনই খুব একাএকা লেগেছে - আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। ক্লন্তিহরণ এক অনন্ত ঘুমের সন্ধান করছি আমি। তুমি কি আমার সেই ঘুম হবে? আমাকে আশ্রয় দেবে?

সেই মায়াবী আকাশ আলোর কথা থাক। ক্লান্তি ও ঘুমের কথাও থাক। তোমার সাথে অসম্পূর্ণ কথা সেরে নেওয়া যাক। আমি তোমার সঙ্গে সরাসরি কিছু বলতে চাইছিলাম। কোথা থেকে ভেলুসা, আম্মু, অন্ধতীরা এসে হাজির হ'ল। এখন ওরা নির্বাসনে যাক। খুব গুত্বপূর্ণ কিছু নয়। অত আদিখ্যেতা করার মতও কিছু নয়। আমার মণিমার জীবনটা নিয়ে কেউ গল্প লেখেনি। আট বছরের এক বিধবা কিভাবে পশ্চিমপোতার ঘরের উত্তরদিকের বারান্দার এক চিলতে জায়গায় আশিটা বছর কাটিয়ে দিল - তার খবর কেউ রাখে নি। আমি না হয় খুব ছোট ছিলাম - সবাইতো নয়। তাদের ফুরসৎই হয়নি। যে যার জীবনের সুখদুঃখ ও নিরর্থকতা নিয়ে মশগুল ছিল। মণিমা আছে এটা যেন সহজ এবং গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল যে কখনও মানুষটা বেঁচে আছে একথা কারো মনে হয়নি। মণিমাও নিজের কথা বলতেন না। তাছাড়া তার কিই বা কথা থাকতে পারে? কিছু নিষিদ্ধ শব্দ তার শোনা ও উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। মাছ খাওয়া বারণ ছিল। ছোট করে চুল ছেঁটে গলায় কণ্ঠি নিয়েছিলেন তিনি। কোন ভেলুসার সাথে তার দেখা হয়নি কোনদিন, ভালোই হয়েছে। স্বার্থপরের মতই বলছি যে ভালোই হয়েছে। যদি কারো সাথে দেখা হবার পর মণিমার খুব বাঁচতে ইচ্ছে করত - আমার শৈশবটা তার অনেক রঙ হারিয়ে ফেলত। কারো কারো জন্য কারো কারোকে বাঁচার অভ্যাস করতে হয়। মণিমা না থাকলে অন্ধকার নিশুতি রাতে গা-ছমছম ভয়কে অতিক্রম করে আমি বনেবাদাড়ে যেতাম কি করে? আর তখনইতো একরাশ জোনাকির সাথে আমার চেনাশোনা হয়। সেই জোনাকিরা এখনও আমার মনের আনাচে কানাচে স্মৃতি বেদনার ঝোপেঝাড়ে ঝিকমিক আলো দেয়। সেই আলোয় আমি মণিমাকে দেখতে পাই, খুব আরাম বোধ হয়। মণিমা বলেন, 'মণিরে , ভয় নেই- আমি তো আছি'। 'ওটা কি গো মণিমা? ঐ যে চোখ জ্বলজ্বল করছে? '
-'তা উনি হলো কিনা বড়কত্তামশাই - ছাগলটাগল ধরার জন্য বসে আছেন।'
-বাঘ!
-নাম করতে নেই দাদু। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক - আপনি চলে যাবে।'
-'তোমার ভয় করে না?'
-'ওর পছন্দ অপছন্দ আছে দাদু। যারেতারে নেয় না।' মণিমা হেসেছিলেন। গতকালের মহানিমগাছে যে মায়াবী আকাশ আলোর কথা বলছিলাম, মণিমার হাসিটা ঐরকম ছিল । আমার ঠিক মনে আছে। শিশুরা মিথ্যে বলে না। শৈশব মিথ্যা বলে না। শৈশবের মিথ্যের কোন প্রয়োজনই হয় নাতো।

আজ বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। আমি ভাবলাম খুব বৃষ্টি হবে। বর্ষার এই হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে। এক একদিন বারান্দায় বসে শুনতে পাই বৃষ্টিরা ছুটে আসছে। মহানিম গাছগুলো নিথর উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তারপর চরাচর ভিজিয়ে দেয় বৃষ্টি। সেদিন তো আকাশ ভাঙল। এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার মোড়ে। সেবার বৃষ্টির জল এসেছিল রান্নাঘর আর ঢেঁকিঘরের নাচতলা পর্যন্ত। মণিমা কি ভাবছিল তখন? মেজকাকা কি ভাবছিলেন তা জানালেন রাত্রিবেলায়। বিলভাসি বান ভেসেছিল সেবার। গ্রামের সবকটা পুকুর উপচে গিয়ে মাছেরা ছড়িয়ে পড়েছে দিকবিদিকে। মেজকাকা একটা ডোঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই গহন বৃষ্টির রাত্রিবেলা। সঙ্গে আমি। মণিমা বারণ করেছিল। তার কথা শোনা হয় নি। ধানের জমিতে একহাঁটু জল। সেখানে বড়বড় মাছ ধরা যাবে। ডোঙা উল্টে গিয়েছিল। মেজকাকা কাঁধে করে তুলে নিয়ে এসেছিল আজ থেকে অনেক বছর আগে। ধূম জ্বর এসেছিল। মেজকাকার উপর রাগ হয়নি মোটেও । আমার শৈশবের অরণ্যদেব। আর আমি ছিলাম তার রে'। সেই মেজকাকা একদিন নীল হয়ে মারা যায়। মণিমা এইসব সইবার জন্য বেঁচে ছিল। অন্ধতী রায় , তুমি এসব কথা জানো না । কোন প্রকাশক এসব গল্প ছাপবে না।

মেঘটা সরে গেল। মহানিমগাছগুলোর দিকে আজ তাকিয়ে দেখিনে। ভয় হয় যদি সেই মায়াবী আলোর উদ্ভাস মুছে যায় মন থেকে। বৃষ্টি আজ হয় নি। হলে ভালো হত। রিম্‌ঝিমে বৃষ্টির শব্দের ছন্দ আমার মনের উঠোনে নেচে বেড়ায়। আয় বৃষ্টি ঝেঁপে। বারবার। কত রকমের যে বৃষ্টি আছে। এক একরকমের বৃষ্টিটার কথা মনে কর। ওরা খোয়াই-এর কাছে গিয়েছিল। আগে থাকতে খুব একটা কিছু ভেবে যায় নি। ওদের যেতে ভালো লেগেছিল। আনমনে, এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেকদূর চলে গিয়েছিল। ওদের চারদিকে তণ বৃক্ষরা হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছিল। আকাশে খণ্ড খণ্ড বাদুলে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। একটু দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে পায়ে চলা যে পথটা চলে গেছে সে পথে খুব বেশী মানুষের পদচিহ্ ছিল না। ওরা একটা গাছের নীচে বসল । ওদের মধ্যে আলোচ্য সূচী কিছু ছিল না। ফেরার ট্রেনের তখনও অনেকটা দেরী ছিল। শূন্যসময়টুকু পেরোতে হবে, ভরাট করতে হবে। অতএব ওরা কথা বলছিল। এলোমেলো যতিচিহ্যুক্ত অসম্পূর্ণ কথা। মেয়েটি বলল 'তুমি আমার কাছে এসে আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বস।' মানুষটার খুব ইচ্ছে করছিল ঐ খোয়াই-এর প্রান্তরে বিস্তৃত হয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার মনের ইচ্ছের সবটুকু সে বলল না। সে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। সে দেখল, বুঝতে পারল যে মেয়েটা কেমনভাবে যেন এই বিপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তার কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। হঠাৎ তার কি মনে হল সে বলল, এই মেয়ে তুমি আমার গাছ হবে? মেয়েটি একটু চমকাল। এ কেমন চাওয়া? মানুষ কি গাছ হতে পারে? তার খুব ইচ্ছে করল গাছ হতে। ভালোবাসার জন্য সে গাছ, নদী, আকাশ, প্রান্তর, সব হতে পারে। অতীতকে সে ভুলে গেল। তার মনে পড়ল অনেকদিন আগে দেখা একটা সিনেমার কথা । তার মতই একটা ভালোবাসার মেয়ে রোজ গভীর রাত্রিবেলা প্রেমিকের কাছে যেত। সকাল হলেই আবার সে গাছও হয়ে যেত। সে তখন সবে কৈশোরের আলোআঁধারির বয়সে পৌঁছেছে। এই বৃক্ষ -নারীর কাহিনী তাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। সে তার মনের খুব গভীরে এইরম এক বৃক্ষ-নারী হবার

ইচ্ছেটাকে লুকিয়ে রেখে ছিল। তাই যখন মানুষটা তাকে বলল, 'এই মেয়ে তুমি আমার গাছ হবে?' সে রাজী হয়ে গেল। মানুষটার চোখে, গলার স্বরে সে ভালোবাসার মায়াবী আহ্বান শুনতে পেয়েছে। সে একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। মানুষটা তাকে দুচোখ ভরে দেখল। দেখল কেমন ধীরে ধীরে গাছটা আকাশকে ছুঁয়ে দিল। বিস্তৃত হল দিগন্ত জুড়ে। অজস্র ফুল ঝরিয়ে দিল পথে পথে। লোকটা এইসব অলৌকিক ঘটনা দেখতে লাগল। তারপর সেই বৃক্ষ-নারী তাকে ডাক দিল । বলল, 'এসো, আমার ছায়ায় এসো/ আমাকে জড়িয়ে ধর দুহাত দিয়ে/আমাকে গ্রহণ কর তোমার অস্তিত্বে। তোমার সব ক্লান্তি দূর করে দেব আমি'। লোকটা কি এক অমোঘ টানে এগিয়ে গেল সেই বৃক্ষ নারীর দিকে। তার একটু একটু ভয় করছিল। যার সঙ্গে সে শান্তিনিকেতনের এই খোয়াই-এর প্রান্তরে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করতে এসেছিল এই সামনে দণ্ডায়মানা বৃক্ষনারী তার সেই পরিচিত মেয়ে নয়। এ এক অন্য মেয়ে। সে মোহমুগ্ধের মত হেঁটে চলল তার দিকে। তার সমস্ত শরীরে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। সে নিজেও কেমন অন্য এক মানুষ হয়ে গেছে। তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল । তার পা দুটো অল্প অল্প কম্পিত হচ্ছে। তার মাথার মধ্যে আকাশ ঢুকে যাচ্ছে ক্রমশঃ । মনের মধ্যে কি এক অলৌকিক আলোর খেলা।

এই নারীকে সে এতদিন ধরে চেয়েছে বুকের মধ্যে, অস্তিত্বের সবটুকু দিয়ে ধারণ করতে। তার পা দুটো কম্পিত হচ্ছে। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বৃক্ষনারী তখন আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আহ্বান করছে, 'এসো, আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে জড়াও, আমাকে তোমার অস্তিত্বে মিশিয়ে নাও। আমাকে ফলেফুলে শোভিত করে তোল।' কোনরকমে আরো দু'এক পা হেঁটে গেল মানুষটা। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর অনেকক্ষণ আর তার জ্ঞান ফিরল না।

আবার মেঘ করে এল আকাশ জুড়ে। বিকেলের বারান্দায় বসে বসে এইসব কথা ভাবছিলাম। এই গাছগুলোর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। কত রকমের কথা হয় এদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আকাশ দেখা যায় গাছপালার ফাঁক দিয়ে। পশ্চিমের আকাশ। সূর্যাস্তের মনমোহন রূপের ছটা এসে লাগে গাছের ডালে পাতায়। পড়ন্ত রোদের ঝিক্‌মিক্‌ আলো ছায়ার চালচিত্র দেখি বারান্দায় বসে, সেদিন একজোড়া পাখি দেখতে পেলাম। আশৈশব এসব দেখেছি। এই আকাশে মেঘ করে আসা, দিগন্ত জুড়ে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি পড়া, সূর্যাস্তের রঙের খেলা -- এই সব এবং আরো অনেককিছু। এই পুরোনো পৃথিবীকে দেখে আসছি। তবুও প্রতিটা বৃষ্টির শব্দ কেমন নতুন মনে হয়। এক একটা মেঘ অন্যরকমের মেঘ হয়ে ধরা দেয় চোখে। অন্ধতীর সঙ্গেও তার দেখা ঐ মহানিমগাছগুলোর ফাঁক দিয়েই। এক চিলতে জল দেখতে পাই মাঝে মাঝে। কেরালার সমুদ্র। আরবসাগরের শুদ্ধ নীল জল - আর সেই জলে পা ডুবিয়ে বসে গল্প করছে অন্ধতির সঙ্গে। আম্মু বা এসখা কিম্বা ভেলুসা-কেউ নতুন মানুষ নয়। এরা বড় চেনা আমার। সেই বৃক্ষ -নারীকেও চিনি আমি। মানুষটার যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে চেয়ে দেখল যে সেই বৃক্ষ-নারী আবার কখন তার প্রিয় নারী হয়ে গেছে । অনেকক্ষণ তার কোলের উষ্ণতার মধ্যে সে মাথা রেখে শুয়েছিল। তার মনে হয়েছিল সে তার মায়ের কোলের নিরাপত্তার মধ্যে শুয়ে আছে । অথচ মেয়েটা তার মা ছিল না। সে ছিল তার বন্ধু, তার প্রেমিকা। তবুও সে সেই মুহূর্তে ভাবতে চেয়েছিল সে তার মায়ের কোলে শুয়ে আছে। মেয়েটা আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'এখন কেমন বোধ করছ? সে কোন উত্তর দিয় নি। মেয়েটা আলতো করে তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলেছিল,'এরকম পাগলামি করতে নেই সোনা। চল আমরা জীবনে ফিরে যাই'। কোন মেয়ের ঠোঁটে এমন সুগন্ধ থাকে তার জানা ছিল না। ফেরার পথে সে শুধু ভাবছিল জীবনে ফিরে যাওয়ার অর্থ কি? জীবন কাকে বলে?

না, এ প্রশ্নের উত্তর আমি কোনদিন পাই নি। ইদানিং বিশেষ চলাচল হয় না । বিছানায় শুয়ে থাকি অথবা বিকেলের বারান্দায় বসে থাকি। মহানিম গাছগুলোর সঙ্গে কথা বলি। সঙ্গীর অভাব হয় না। কখনও মণিমা এসে হাজির হন। কখনও অন্য কেউ । সময় কেটে যায়। ইদানিং কয়েকদিন অন্ধতীর সঙ্গে সময় কেটে গেল। কত কথা হল, অন্ধতীকে কত কথা বললাম। কত গল্প শোনালাম। কোনদিন যদি এইসব গল্প লেখে, খুব খুশি হব। মানুষের বাঁচার জন্য অনেক গল্প চাই। শুধু একটা গল্প, শুধু একটা গল্প সে কাউকে বলতে চায় না । সেই বৃক্ষ-নারীর গল্প । এ তার একান্ত নিজস্ব গল্প। তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন । সে যে দিনের বেশীরভাগ সময় মহানিমগাছগুলোর সঙ্গে কথা বলে - আসলে সে ওদের সেই বৃক্ষনারীর গল্প শোনায়। তার মনে পড়ে খোয়াই-এর কথা। কেমন করে সেই মেয়ে - তার ভালোবাসার মেয়ে বৃক্ষনারীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েচিল সেই কথা তার মনে পড়ে । খুব মনে পড়ে। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন মনে পড়ে। যখন বৃষ্টি পড়ে না তখন মনে পড়ে। সে মনে মনে বলে, 'তুমি ভালো থেকো।'

আজ অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় বসে আছি। নার্স আসবে সেই রাত্রি আটটায়। হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে। ওর কর্ত্তব্যজ্ঞান অদ্ভুত। একদিনও ভুলে যায় না ইনজকশন দেবার কথা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও সে আসে। কর্তব্যের মানুষরা বুঝি ঐরকমই হয়। এরা কাজকে ভালোবাসে। মানুষটাকে নয়, যদি মানুষটাকে ভালোবাসতো তাহলে এক একদিন ভুল হয়ে যেত। মান অভিমান, ঘৃণা ভালোবাসার সম্পর্ক ভুল করায়।

শেফালীর মা আজ আসতে দেরী করছে। চা খাবার সময় পেরিয়ে গেছে। বিকেলে এক কাপ চায়ের জন্য মনটা ছটফট করে। কতবার বলেছি শেফালীর মাকে, ফ্লাস্কে এককাপ চা করে রেখে যেতে'। কিছুতেই রাজী হয়নি।

এবার সন্ধ্যা নামবে। মহানিমগাছগুলোর পাতাগুলো কালচে সবুজ হতে শু করেছে। কেমন রহস্যময় লাগে তার। খোয়াই-এর প্রান্তরে সেদিন অন্ধকার ছিল না। এক আকাশ নীলের মধ্যে ডালপালা মেলে সেই বৃক্ষনারী দাঁড়িয়েছিল। এখন আকাশের গায়ে সন্ধ্যার প্রলেপ মাখানো। মনে হচ্ছে সেদিনের মত বৃষ্টি হবে।

শেফালীর মা এসে বারান্দায় আলোটা জেলে দিল। বলল, 'আদুর গায়ে সোঁদো হাওয়া লাগাচ্ছেন কেন? ঘরে চলুন।'

তারপর হুইল চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে সে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। কোন প্রতিবাদ করে লাভ নেই। কেমন মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে এখন। ঠিক সেদিনের মত। পা দুটো চেয়ারের পাদানীতে বসেই কাঁপছে খুব। মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে যাব। দু'চোখ বন্ধ করে দিলাম। এরপর আর কোন ভয় নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো এখন। তারপর সেই নারীর উষ্ণ কোলের মধ্যে মাথা রেখে ঘুমোব আমি। এই স্বপ্নটা আমার একান্ত নিজস্ব। অন্ধতীকে বলবনা। কাউকেই না। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। মণিমা বলল, দাদুরে, ঐ দেখো জোনাকিরা উড়ে আসছে' আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম অসংখ্য জোনাকির ঝিক্‌মিক্‌ আলো। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে এখন । তোমার কোলটা কোথায়? হে বৃক্ষ নারী তোমার কোল পেতে দাও, আমি মাথা রেখে ঘুমোব। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

শেফালীর মা চা নিয়ে এল যখন তখন ঘরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে লোকটা অনেক দূর থেকে ঝড়ের সোঁ সোঁ আওয়াজ

শুনতে পেল। মহানিমের বনে তোলপাড় শু হয়েছে। কিছুক্ষণ উদ্দাম নৃত্য হবে। শেফালীর মা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল। অনেকদূরে তাকে যেতে হবে। টেবিলে র াখা চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাল সকালে এসে বকাবকি হবে শেফালির মায়ের। তুমি এত দেরী করে এলে কেন শেফালীর মা? এখন যে লোকটার খুব ঘুম পাচ্ছে। ঐ দেখ বৃক্ষ-নারী তাকে ডাকছে। কোল পেতে বসে আছে দেখ। বাইরে ঝড়ের উদ্দাম মাতন শু হয়েছে। এইবার তুমুল বৃষ্টি নামবে। ভাসিয়ে দেবে সবকিছু । অন্ধতী রায় ভেসে যাবে। মণিমা আপ্রাণ চেষ্টা করবে। শাড়ীর আঁচল ফুলে ফেঁপে নৌকার পালের মত উড়ে যাবে আকাশে। মণিমা বলতেন, নৌকার বাত াস, যখন নদীতে খুব বাতাস দেয় মাঝিরা গুটোনো পাল খুলে দেয়। হাওয়ার টানে নৌকাখানি ভেসে যায় গহীন গাঙে। মণিমা, মণিমা আমাকে জড়িয়ে ধর। আমার গায়ে যে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে। মণিমা তখন কোথায়? মণিমাও কি জোনাকি হয়ে উড়ে গেল?

বাজ ডাকছে আকাশে। মানুষটার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার । খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুতের আলো খেলে গেল। মানুষটা দেখল সেই বৃক্ষ-নারী ঠায় বসে রয়েছে কোল পেতে। লোকটা ওঠার চেষ্টা করল হুইল চেয়ার থেকে। যেমন করেই হোক ঐ বৃক্ষনারীর কাছে তাকে যেতে হবে। দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। আমি আসছি বৃক্ষ-নারী। মানুষের একটাই গল্প থাকে। সে উষ্ণতা চায়। আমিও উষ্ণতা চাইছি। তোমার কোলে সেই উষ্ণতা আছে আমার জন্য । আ মি আসছি। তুমি অপেক্ষা কর। মানুষটা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। সে একবার শেষ চেষ্টা করবে। যে ভাবেই হোক তাকে যেতে হবে তার বৃক্ষ-নারীর কাছে। ঐ তো সে বসে আছে । আমি আসছি বৃক্ষ-নারী। চেয়ারের হাতল ছেড়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল। আর ঠিক তখনই হুড়মুড় করে ঝড়ের মাতন ঢুকে পড়ল খোলা দরজা দিয়ে। লোকটা মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে গেল। আর তারপর একরাশ জোনাকি এসে তাকে ঘিরে ধরল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com